ড. অক্ষয় বিসোয়ি এবং অন্যান্যরা

বনাম

সমস্ত ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যরা

(২০১৭ সালের ১১৭৯ নং রিট আবেদন (দেওয়ানি)

০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

[দীপক মিশ্রা, ভারতের প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিগন]

পরিষেবা আইন।

আন্তঃ-জ্যেষ্ঠতা – নির্ধারণ – আবেদন দাখিলের মাধ্যমে চাওয়া ধারা- সংবিধানের ৩২ ধারা - ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে করা 'অতিরিক্ত অধ্যাপক' পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে - স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে - স্থির করেছে: ১৯৯৭ সালের নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত গ্রেডিং নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং কমিটির সদস্য এবং বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে চূড়ান্ত নির্বাচন 'করতে' হবে। কমিটি প্রার্থীদের যোগ্যতার ক্রম সম্পর্কে চূড়ান্ত সুপারিশ করার সময়, তাদের কর্মক্ষমতা, তাদের নথি এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনায় নিয়েছিল। অতএব, নির্ধারিত র‍্যাঙ্কিংকে ১৯৯৭ সালের নীতি লঙ্ঘন বলে গণ্য করা যাবে না। আবেদনকারী এবং চতুর্থ বিবাদীকে অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত করার পর বারো বছর ধরে জ্যেষ্ঠতার পদ অস্থির করা 'অন্যায়' হবে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন - বিলম্ব/ল্যাচ - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ৩২।

দুই আবেদনকারী (অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের কার্ডিয়াক সার্জন) ১৯৯৭ সালের বাধ্যতামূলক নীতিমালার চতুর্থ বিবাদীর আত্মীয়তার শর্তাবলীর সাথে সম্পর্কিত 'প্রথম বিবাদীকে' তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়ে ম্যান্ডামাসের একটি রিট চেয়েছেন। আবেদনকারীদের মতে, আবেদনকারী নং ১-কে 'অতিরিক্ত অধ্যাপক' হিসেবে বরাদ্দকৃত গ্রেডগুলি বিবাদী নং ৪-এর চেয়ে বেশি ছিল কারণ 'সদস্য/বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের একজন বিবাদী নং ৪-এর তুলনায় উচ্চতর গ্রেড বরাদ্দ করেছিলেন এবং তাই, বিবাদী নং ৪-এর চেয়ে প্রবীণ হবেন।

আবেদন খারিজ করে আদালত,

আদেশঃ ১. অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ ২০০৫ সালে, অর্থাৎ ১২ বছরেরও বেশি সময় আগে সম্পন্ন হয়েছিল। আবেদনকারীরা ২০০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রণীত র‍্যাঙ্কিংয়ের ক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য ২০১৭ সালের নভেম্বরে ৩২ ধারার অধীনে এই কার্যক্রম শুরু করেছেন। আইনি প্রতিকারের এই বিলম্বের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। আবেদনকারীরা তাদের পক্ষ থেকে বিলম্বের বৈধ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না শুধুমাত্র এই যুক্তি দিয়ে যে তারা তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রথম উত্তরদাতার কাছে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আবেদনকারীরা হয়তো সৎ বিশ্বাসে বিশ্বাস করেছিলেন যে এ আই আই এম এস প্রশাসন তাদের অভিযোগের প্রতি মনোযোগ দেবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের সহানুভূতিশীল কান দিয়েছে। কিন্তু বারো বছর এত দীর্ঘ সময় যে কোনওভাবেই বিচারিক প্রতিকারের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। তথ্যের বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পরিচালনা পর্ষদ ১৪ এপ্রিল ২০১২ তারিখে যোগ্যতার ক্রম বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয় - যার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ বিবাদীকে দুই আবেদনকারীর উপরে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছিল। এরপরও, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অক্টোবর ২০১২ সালে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে আবারও জ্যেষ্ঠতার ক্রম বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১২ মে ২০১৪ এবং ২২ জুন ২০১৬ তারিখে এটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। তাই আবেদনকারীরা প্রথম বিবাদীর গৃহীত ধারাবাহিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আইনি প্রতিকারের জন্য তাদের পক্ষ থেকে বিলম্ব তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। এই পর্যায়ে ২০০৫ সালে নির্বাচন কমিটির করা সুপারিশ পুনরায় চালু করে সিটিভিএস বিভাগের তিন অধ্যাপকের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অস্থির করা স্পষ্টতই অন্যায্য হবে।

উত্তরাঞ্চল রাজ্য বনাম শিব চরণ সিং ভাণ্ডারি (২০১৩) ১২ এস. সি. সি. ১৭৯৯: [২০১৩] ৯ এস. সি. আর. ৬০৯-এর উপর নির্ভরশীল।

২।১৯৯৭ সালের নীতি অনুসারে, নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বরাদ্দকৃত গ্রেডিংগুলি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের গ্রেডিং/মার্কিংয়ের ভিত্তিতে করতে হবে। ``করতে হবে'' এই অভিব্যক্তিটি ডঃ দিলীপ কুমার পারিদা বনাম এ আই আই এম এস মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে,

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পরামর্শমূলক এবং এআইএমএস-এর স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সদস্যরা এই মতামতের দ্বারা আবদ্ধ নন। দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের এই অবস্থানটি এই পরামর্শ দেওয়ার জন্য পড়া উচিত নয় যে নির্বাচন কমিটির অংশ হিসাবে সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের কোনও ভূমিকা নেই এবং অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচনের বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্বাচন কমিটির সদস্যরা এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে 'নির্বাচন করা যেতে পারে' এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, যোগ্যতার নির্ধারণ কেবলমাত্র বরাদ্দকৃত গ্রেডের যান্ত্রিক সমষ্টি নয়। নির্বাচন কমিটিকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামতকে যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে হবে। তবে এটি করার সময়, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলির প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। নির্বাচন কমিটিকে প্রার্থীদের পরিচয়পত্র মূল্যায়ন করতে হবে যার মধ্যে প্রার্থীর পরিষেবা প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই অর্থে উচ্চ আদালত নির্দেশ করে যে, যোগ্যতার নির্ধারণ কেবলমাত্র বরাদ্দকৃত গ্রেডের যান্ত্রিক সমষ্টি নয়। নির্বাচন কমিটিকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। নিঃসন্দেহে, বিশেষজ্ঞদের মতামতকে যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এটি করার সময়, সংস্থার স্বার্থের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলির প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। নির্বাচন কমিটিকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। নির্বাচন কমিটির সদস্যদের মূল্যায়ন করতে হবে যার মধ্যে প্রার্থীর পরিষেবা প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. বর্তমান ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে তার সুপারিশ বা নিয়োগের সময়, নির্বাচন কমিটি প্রার্থীদের কর্মক্ষমতা, তাদের রেকর্ডের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের মতামতের কথা মাথায় রেখেছিল। ২০০৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকের কার্যবিবরণী ইঙ্গিত দেয় যে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছিল। অতএব, যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তা ১৯৯৭ সালের নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আবেদনকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতা অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার বারো বছরেরও বেশি সময় পরে, জ্যেষ্ঠতার অবস্থানকে অস্থিতিশীল করা অন্যায় হবে। তার পরেও, যখন তাদের প্রত্যেকেরই

একজন অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি পেয়েছেন, এটি চতুর্থ উত্তরদাতা যিনি আবেদনকারীদের চেয়ে উচ্চতর স্থান পেয়েছেন।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৩] ৯ এস. সি. আর ৬০৯	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৮

দেওয়ানি মূল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ১১৭৯ নং রিট আবেদন (দেওয়ানি)।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

কে.কে. বেণুগোপাল, এ. জি., বিকাশ সিং, কে.কে. বেণুগোপাল, পি. এস. পাটওয়ালিয়া, প্রবীণ অ্যাডভাস, নিখিল নায়ার, টি. ভি. এস. রাঘবেন্দ্র শ্রেয়াস, এন. সাই বিনোদ, ধনঞ্জয় বৈজল, শ্রীমতী স্মৃতি শাহ, দিব্যাংশু রাই, আর. বালাসুব্রমনিয়ন, গৌরব শর্মা, শ্রীমতী আরতি শর্মা, স্নেহাশীষ মুখার্জি, গোপাল শঙ্কর 'নারায়ণ, অপূর্ব আগরওয়ালা, সুশ্রী পূজা ধর, মায়াঙ্ক সপ্রা, অক্ষয় অমৃতাংশু, জি. এস. মক্কের, শ্রীমতী বীরা এম., শ্রুতঞ্জয় ভরদ্বাজ, আর. বালা, অঙ্কুর তলওয়ার, অপরাজিত সিং, শ্রীমতী পূজা ধর, উপস্থিত দলগুলির জন্য আইনজীবী।

আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল

ডঃ ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের এখতিয়ার দু 'জন কার্ডিয়াক সার্জন দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে। তারা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি (সিটিভিএস) বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে সংযুক্ত। তাদের প্রত্যেকের, প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ উত্তরদাতা হিসাবে যাদের সাথে তারা বিরোধ উত্থাপন করে, এআইএমএস-এ পরিষেবার একটি ঈর্ষণীয় নথি রয়েছে। পরিষেবাতে বিরোধগুলি বিরল নয়, এমনকি ডাক্তারদের মধ্যেও। বর্তমান মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকদের বিশিষ্ট পরিষেবা বিচারকের কাজকে অসম্ভব করে তোলে। তাদের মধ্যে একজনকে প্রবীণ পদে স্থান দেওয়া অন্যের যোগ্যতার প্রতিফলন নয়। জীবন সর্বদা ন্যায়সঙ্গত নয়।

২. আবেদনকারীরা যে ত্রাণ চান তা হল বাধ্যতামূলক প্রকৃতির একটি রিট যা ১৯৯৭ সালের বাধ্যতামূলক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ উত্তরদাতার সাথে সম্পর্কিত তাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য প্রথম উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয়, তারা এই নির্দেশ চায় যে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে তাদের নির্বাচনের পর থেকে তারা চতুর্থ উত্তরদাতার চেয়ে প্রবীণ পদে থাকবে। আবেদনকারীরা প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা জারি করা ২০ এপ্রিল, ২০১০,১৪ জুলাই ২০১৭ এবং ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখের অফিস স্মারকলিপির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে।

৩. প্রথম আবেদনকারী (ড. এ কে বিসোই), দ্বিতীয় আবেদনকারী (ড. ইউ কে চৌধুরী) এবং চতুর্থ উত্তরদাতা (ড. শিব কে চৌধুরী) ২০০৩ সালের ৪ঠা জুন সহকারী অধ্যাপক হিসাবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। ২০০৩ সালের ১লা জুলাই তাঁদের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০০৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁদের সরাসরি অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ২০১০ সালের ১লা জুলাই তাঁদের অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়, যে পদে তাঁরা এখন অধিষ্ঠিত। প্রবীণতমদের সিটিভিএস বিভাগের প্রধান হিসাবে মনোনীত করা হবে।

৪. ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল নথিতে একটি ট্যাবুলার বিবৃতি রেখেছেন, যা আবেদনকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতাকে যে পদে নিয়োগ করা হয়েছিল বা, ক্ষেত্রমত, পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিটি পদে যোগ্যতা তালিকা এবং জ্যেষ্ঠতার তুলনামূলক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। রেফারেন্সের সুবিধার জন্য, বিবৃতিটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

নাম	অধ্যাপক হিসাবে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ৪.৬.২০০৩	সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি ১.৭.২০০৩	অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ২৩.৯.২০০৫	অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি ১.৭.২০১০
মেধা তালিকা	মেধা তালিকা	জ্যেষ্ঠতা	মেধা তালিকা	জ্যেষ্ঠতা
ডাঃ শিব কে চৌধুরী (প্রতিপক্ষ নং ৪)	প্রথম	প্রথম	প্রথম	প্রথম
ডাঃ ইউ কে চৌধুরী (আবেদনকারী নং ২)	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়
ডাঃ এ কে বিসোই (আবেদনকারী নং ১)	তৃতীয়	তৃতীয়	তৃতীয়	তৃতীয়

উপরের বিবৃতিটি ইঙ্গিত করে যে চতুর্থ উত্তরদাতা ধারাবাহিকভাবে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অতিরিক্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপক হিসাবে আবেদনকারীদের চেয়ে প্রবীণ পদে রয়েছেন। তিনজন শল্যচিকিৎসকের অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ হয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ। বারো বছরেরও বেশি সময় ধরে, চতুর্থ উত্তরদাতাকে আবেদনকারীদের চেয়ে প্রবীণ করা হয়েছে।

৫। ২০০৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সি. টি. ভি. এস বিভাগে অতিরিক্ত অধ্যাপকের চারটি পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, যা উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের ২০০৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর একটি নির্বাচন কমিটির সামনে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছিল। নির্বাচন কমিটি তার সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণী নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে লিপিবদ্ধ করেছেঃ

"অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস নির্বাচন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৫

প্রার্থীদের কর্মক্ষমতা এবং তাদের নথি বিবেচনা করে, এবং কারিগরি উপদেষ্টাদের মতামত বিবেচনা করে, কমিটি সিটিভিএস-এর অতিরিক্ত অধ্যাপক পদের জন্য নিম্নলিখিত প্রার্থীদের সুপারিশ করে, যাদের মধ্যে পৃথকভাবে উল্লেখিত অপেক্ষমাণ তালিকার প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:-

১. ড. শিব কুমার চৌধুরী

২. ড. উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী

৩. ড. অক্ষয় কুমার বিসোই

অপেক্ষা তালিকা

১. উপরের প্রার্থীদের প্রত্যেকের জন্য তিনটি অতিরিক্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিটিতে সাতজন ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে বাইরে থেকে নেওয়া দুইজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটির প্রতিটি সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে যে গ্রেড বরাদ্দ করেছিলেন তা নীচে সারণীবদ্ধ করা হয়েছেঃ

"১২.৯.২০০৫ তারিখে সিটিভিএস-এর অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত গ্রেড।

	সদস্য ১	সদস্য ২	সদস্য ৩	সদস্য ৪	সদস্য ৫	বিশেষজ্ঞ/পরামর্শদাতা ১	বিশেষজ্ঞ/পরামর্শদাতা ২
ডঃ শিব কে চৌধুরি (প্রতিবাদী নং ৪)	ক +	ক +	ক +	ক +	ক +	ক +	ক
ডঃ ইউ কে চৌধুরি (আবেদনকারী নং ২)	ক+	ক +			ক +	ক +	ক
ডঃ বিসোই (আবেদনকারী নং ১)	ক +	ক +	ক +		ক +	ক +	ক +

উপরের চার্ট থেকে বোঝা যায় যে, নির্বাচন কমিটির সাত সদস্যই প্রথম আবেদনকারীকে ক + গ্রেডিং দিয়েছেন। নির্বাচন কমিটির ছয় সদস্য দ্বিতীয় আবেদনকারী এবং চতুর্থ বিবাদীকে ক + গ্রেডিং দিয়েছেন। প্রথম আবেদনকারীকে ক + রেটিং দেওয়া দুই বিশেষজ্ঞের মধ্যে একজন দ্বিতীয় আবেদনকারী এবং চতুর্থ বিবাদীকে ক রেটিং দিয়েছেন। এই ভিত্তিতেই আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে, যে যোগ্যতার ক্রম তৈরি করা হয়েছিল তা ভুল ছিল এবং প্রথম আবেদনকারীকে চতুর্থ বিবাদীর পরিবর্তে যোগ্যতার ক্রমানুসারে শীর্ষে রাখা উচিত ছিল।

৬। আবেদনকারীদের মতে, ১৯৯৭ সালে, প্রথম উত্তরদাতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ করার জন্য, নির্বাচন কমিটির সদস্যদের দ্বারা গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা হবে। আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে ১৯৯৭ সালের নীতি অনুসরণ করা হলে প্রথম আবেদনকারী চতুর্থ উত্তরদাতার চেয়ে উচ্চতর স্থান পেতেন। সুতরাং, আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে প্রথম আবেদনকারীকে চতুর্থ উত্তরদাতার চেয়ে প্রবীণ পদ দেওয়া উচিত এই সত্যের ভিত্তিতে যে ২০০৫ সালে নির্বাচন কমিটির সদস্যদের দ্বারা 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দেওয়া গ্রেডিংয়ে, তাকে সাত সদস্যের মধ্যে একজন দ্বারা চতুর্থ উত্তরদাতার চেয়ে উচ্চতর গ্রেড বরাদ্দ করা হয়েছিল, একই গ্রেডিং বরাদ্দ করা অন্যান্য সদস্যরা। আবেদনকারীরা ১৪ই অক্টোবর ২০১৪-এর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরতা রেখে এই জমা দেওয়ার পক্ষে জোর দিতে চেয়েছিলেন এবং ১৯৫৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রথম স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্রথম স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তিন প্রবীণ অধ্যাপকদের মধ্যে প্রথম/স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের উপর কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

৭। প্রবীণ বিচারপতি শ্রী বিকাশ সিং অনুরোধ করেন যে ১৯৯৭ সালের নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, অনুষদের নির্বাচিত সদস্যদের আন্তঃসত্ত্বা জ্যেষ্ঠতা সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল; বিশেষজ্ঞ সহ নির্বাচন কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডের পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হচ্ছে। জমা দেওয়া হল যে এআইএমএস আইনের ২৫ ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল তা প্রথম উত্তরদাতার উপর বাধ্যতামূলক ছিল। রিলায়েন্সকে ২৫ ধারার বিধানের উপর রাখা হয়েছিল যা এইভাবে পড়েঃ

"২৫. কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ

ইনস্টিটিউট এই আইনের দক্ষ প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা যেতে পারে এমন নির্দেশাবলী পালন করবে।

আবেদনকারীরা আরও বলেন যে সি. টি. ভি. এস বিভাগে ২০০৫ সালের নির্বাচন সম্পর্কিত গ্রেড শিটগুলি তদন্তের জন্য ১৬ জানুয়ারী ২০১২-এ পরিচালনা পর্ষদের কাছে রাখা হয়েছিল। পরিচালনা পর্ষদ এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> ".....উপস্থাপনাগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছিল এবং জি. বি. ডঃ এ. কে. বিসোই-এর দাবির মধ্যে যোগ্যতা খুঁজে পেয়েছিল কারণ ২০০৫ সালে তাঁর সাথে সরাসরি নিয়োগের অধীনে এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত তিনজন অতিরিক্ত অধ্যাপকের মধ্যে তিনি সেরা রেটিং পেয়েছিলেন... "

আবেদনকারীরা ২৭শে জুন ২০১২-এ এআইএমএস-এর সভাপতির কাছে তৎকালীন পরিচালক ডঃ আর সি ডেকার একটি যোগাযোগের উপরও নির্ভর করেছেন, যাতে বলা হয়েছেঃ

ল্যাম রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর বিবেচনার জন্য জমা দিয়েছেন কারণ আমি বিশ্বাস করি যে তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত নথি এবং এ. আই. এম. এস-এ উপলব্ধ নথি অনুসারে তাঁর দাবি রয়েছে যে তিনি সেই সময়ে নির্বাচিত তিনজন অতিরিক্ত অধ্যাপকের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হিসাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি তাকে দেওয়া গ্রেডগুলি ইনস্টিটিউট সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুসারে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়। সি. টি. ভি. এস বিভাগের প্রধান ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭-এ চাকরি ছেড়ে দেন। সবচেয়ে প্রবীণরা বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৮। ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের এই আদালতের আদেশ অনুসরণ করে, নোটিশ জারি করে, ভারতের মনোনীত অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী আর বালাসুব্রমণিয়ামের সাথে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। চতুর্থ উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন পণ্ডিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি এবং শ্রী পি এস পাটওয়ালিয়া। এই কার্যধারায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ উত্তরদাতাদের পক্ষে পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। আবেদনগুলিও একটি জবাব দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯. রিট আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নিয়ে একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এই ভিত্তিতে যে আবেদনকারীদের কাছে কেন্দ্রীয় -এর সামনে আন্তঃ জ্যেষ্ঠতার বিরোধ উত্থাপন করার জন্য একটি কার্যকর বিকল্প প্রতিকার রয়েছে

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। অতএব, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন গ্রহণ করা উচিত নয়। আবেদনকারীদের পক্ষে এই জমা দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিকাশ সিং, যিনি ডঃ দিলীপ কুমারের হলফনামা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস[১]-এ দিল্লি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন। প্রবীণ প্রবীণ আইনজীবী অনুরোধ করেছিলেন যে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে "নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা নিছক পরামর্শমূলক" এবং স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সদস্যরা বিশেষজ্ঞদের মতামতের দ্বারা আবদ্ধ নন। আইনের এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, যার সঠিকতা ইস্যুতে রাখা হয়েছে, এটি অনুরোধ করা হয়েছে যে ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়ার প্রতিকারটি কার্যকর নয়, ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ, এটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে এই সিদ্ধান্তের জন্য এটি একটি জাতীয় অনুচ্ছেদ/দক্ষতার অনুশীলন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

১০. শুনানি চলাকালীন, প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরো বিরোধটি অতিক্রম করে হলফনামা দাখিল করা হয়েছে। বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেলের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী এই 'আদালতকে বিষয়টির যোগ্যতার ভিত্তিতে সহায়তা করেছেন। যেহেতু বিষয়টি যোগ্যতার ভিত্তিতেও যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা আমাদের রায়ের বিবেচনামূলক অনুশীলনে স্থির করেছি যে পক্ষগুলিকে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের সামনে দীর্ঘায়িত মামলা মোকদ্দমায় নামিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এখানে বিষয়টি সমাধান করা উপযুক্ত হবে। আমরা আবেদনকারীদের জমা দেওয়ার বিষয়টিও মনে রেখেছি যে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে উপরন্তু, এই আদালতের পক্ষে অবস্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন হবে,

১১। আবেদনকারীদের অভিযোগ বিশ্লেষণ করার সময়, আদালতের সামনে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তার একটি লক্ষণীয় দিক হল আবেদনকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠতার আদেশ নির্ধারণ, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে তাদের নির্বাচন অনুসারে প্রথম উত্তরদাতার পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

(i) ১৪ই এপ্রিল ২০১২ তারিখে পরিচালনা পর্ষদের ১৪৭% সভায়, এটি এইভাবে সমাধান করা হয়েছিলঃ

১। ২০০৪ সালের এলপিএ ৩৬০, ৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

"পরিচালনা পর্ষদ ডঃ এ কে বিসোই এবং ডঃ ইউ কে চৌধুরীর জমা দেওয়া আবেদন বিবেচনা করে। এটি ডঃ দিলীপ কুমার পরিদার দায়ের করা মামলায় ২০১২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারির দিল্লি হাইকোর্টের রায়ও বিবেচনা করে। ইনস্টিটিউট সংস্থার রেজোলিউশন তারিখ সহ সমস্ত দিক পরীক্ষা করার পরে, পরিচালকের পরামর্শ, ডঃ এ কে বিসোই এবং ডঃ ইউ কে চৌধুরীর জমা দেওয়া উপস্থাপনা, পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০০৫ সালে স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডঃ শিব কুমার চৌধুরী, ডঃ ইউ কে চৌধুরী এবং ডঃ এ কে বিসোইয়ের আন্তঃদেশীয়তা বজায় রাখা হবে।

(ii) প্রথম আবেদনকারী তাঁর অভিযোগ পেশ করতে থাকেন। ২০১২ সালের ২২শে অক্টোবর পরিচালনা পর্ষদ তার ১৪৮তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয় যে (i) স্বাস্থ্য সচিব; (ii) এআইএমএস-এর অধিকর্তা এবং (iii) ডঃ এস পি আগরওয়াল তথ্য/নথি পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পেশ করবেন। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, পরিচালনা পর্ষদ ২০১৩ সালের ১৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত তার ১৪৯ বৈঠকে এইভাবে সমাধান করেঃ

"তদনুসারে কোনও পরিবর্তন না করার বা ৩ জন অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যা এস. এস. সি-র সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন জি. বি দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।"

(iii) ২০১৪ সালের ১২ই মে, পরিচালনা পর্ষদ তার ১৫১ * সভায় বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এবং এইভাবে সমাধান করেঃ

"আলোচনার পর, পরিচালনা পর্ষদ ১৯ শে জুলাই, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জি. বি-র ১৪৯" বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করে। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এই বিষয়টি আবার আলোচনা করার প্রয়োজন নেই ",

(iv) পরবর্তীকালে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ. আই. এম. এস প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যাতে প্রথম আবেদনকারীর জ্যেষ্ঠতা সম্পর্কিত বিষয়টি আরও একবার পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী বৈঠকের সামনে আনা হয়। এর পরে ২০১৬ সালের ২২শে জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ পর্ষদের ১৫৩ নম্বর বৈঠকে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ঃ

"গভর্নিং বডি সিটিভিএস বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি বিবেচনা করে। গভর্নিং বডি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এ আই আই এম এস দ্বারা মন্ত্রকের কাছে যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং এইচএফএম কাম প্রেসিডেন্ট, এআইএমএসের সামনে তার বিবেচনার জন্য রাখা যেতে পারে।"

উপরের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ২০১৬ সালের ১০ই অক্টোবর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে একটি বার্তা পাঠানো হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিলঃ

"স্থায়ী নির্বাচন কমিটি 'বি' নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট সংস্থার নির্দেশিকাগুলির চূড়ান্ত সালিসকারী এবং দোভাষী। এটি শুধুমাত্র সাক্ষাৎকারের সময় কর্মক্ষমতা নয়, আবেদনপত্রে প্রার্থীদের জমা দেওয়া পাঠ্যক্রম সহ প্রার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়ন বিবেচনা করে বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে নির্দেশিকাগুলি প্রয়োগ করে। এই ক্ষেত্রে স্থায়ী নির্বাচন কমিটি অধ্যাপক (ডঃ) শিব চৌধুরীকে নিয়োগ করেছে উপরে অধ্যাপক (ডঃ) এ. কে. বিসোই।

১২. উপরের বর্ণনাটি ইঙ্গিত করে যে, ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা যে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখা হয়েছে তা যোগ্যতার ক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা নির্বাচন দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল। কমিটি যার দ্বারা চতুর্থ উত্তরদাতাকে এর উপরে রাখা হয়েছিল আবেদনকারীরা যখন অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হন,

১৩.২০১৪ সালের ১৪ই অক্টোবর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এআইআইএমএস এর ধারা ২৫ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রথম উত্তরদাতার পরিচালককে সম্বোধন করে একটি যোগাযোগ করেছিল। আইন, ১৯৫৬। নির্দেশটি নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে ছিলঃ

৩. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, ইনস্টিটিউটকে এআইআইএমএস আইন ১৯৫৬ এর ২৫ ধারার অধীনে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১২.৯.২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সভার সুপারিশের ভিত্তিতে, নতুন দিল্লির সিটিভিএস, এআইআইএমএস -এ অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত তিনজন অধ্যাপকের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং ১৯৯৭ সালে ইনস্টিটিউট বডির নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাযথ ক্রমে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হবে।

ধারা ২৫-এর অধীনে উপরের নির্দেশে প্রথম উত্তরদাতার প্রয়োজন ছিল সিটিভিএস বিভাগের তিন অধ্যাপকের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য। নির্দেশটি ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এর স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তিন অধ্যাপকের নিয়োগের কথা উল্লেখ করে। ইনস্টিটিউটের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে জ্যেষ্ঠতা "কঠোরভাবে" নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল থেকে ১৯৯৭।

১৪। নির্দেশের সাথে সঙ্গতি না রেখে, প্রথম উত্তরদাতা ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে এ-কে কেন্দ্রীয় সরকারকে এইভাবে অবহিত করেছেনঃ

"এই বিষয়টি প্রথমে ১৬.১.২০১২-এ অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির বৈঠকে রাখা হয়েছিল এবং জিবি-র ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয়টি আবার ১৪.৪.২০১-এ রাখা হয়েছিল। জিবি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডঃ এস কে চৌধুরী, ডঃ ইউ কে চৌধুরী এবং ডঃ এ কে বিসোই-এর মধ্যে আন্তঃসত্ত্বা জ্যেষ্ঠতা ২০০৫ সালে স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পরীক্ষা করা হবে।

এছাড়াও, জিবি-র পূর্ববর্তী বৈঠকের সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন বিবেচনা করার সময় গভর্নিং বডির বৈঠকে ডঃ এ কে বিসোই-র প্রতিনিধিত্বের কথা বিবেচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্বাস্থ্য সচিব, এআইএমএস-এর অধিকর্তা এবং ডঃ এস পি আগরওয়ালের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি তথ্য/নথি পরীক্ষা করবে এবং তাদের প্রতিবেদন গভর্নিং বডির সামনে পেশ করবে। তদনুসারে, তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব শ্রী পি কে প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছিল, কিন্তু ডি স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলির বিষয়ে মন্তব্য করতে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেছিল যে কমিটির কোনও মতামত নেই। ইনস্টিটিউট সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত নির্দেশিকা অনুসারে স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার আদেশ।

১৮.৯.১৯৯৭-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটি অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছে যে জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি শুধুমাত্র বিভাগের প্রধান হওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং তাই, তারা প্রধানের আবর্তনের বিষয়ে ১৬.১.২০১২-এ অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির বৈঠকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে, প্রধানের আবর্তনের বিষয়টি বৃহত্তর বিবেচনার প্রয়োজন

স্বাস্থ্য সচিবের অধীনে কমিটির সুপারিশটি ২২.১০.২০১২-এ অনুষ্ঠিত গভর্নিং বডির বৈঠকে রাখা হয়েছিল যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কোনও পরিবর্তন করা হবে না বা তিনজন অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠতা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা হবে না যা স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জিবি দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

এআইএমএস আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ২৫ অনুসারে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডঃ এস কে চৌধুরী, ডঃ উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী এবং ডঃ এ কে বিসোই-এর মধ্যে আন্তঃসত্ত্বা জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের তারিখ ২৩.৯.২০০৫, ১৪.৪.২০১২ এবং ২২.১০.২০১২।

১৫. ২০১৫ সালের ৩১শে মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আরও একটি প্রশ্নের জবাবে, প্রথম উত্তরদাতা ২০১৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত শর্তে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেনঃ

> "নির্বাচন কমিটির সুপারিশগুলি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা ২৩.৯.২০০৫ এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল এবং তারপরে এই তিনটি অনুষদকে অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত অনুষদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে যেখানে সেগুলি নির্বাচন কমিটি দ্বারা সুপারিশ করা হয়। উপরে বর্ণিত নির্বাচন কমিটির সুপারিশ অনুসারে, ডঃ এস কে চৌধুরী ডঃ ইউ কে চৌধুরীর চেয়ে সিনিয়র, যিনি ডঃ এ কে বিসোইয়ের চেয়ে সিনিয়র...
>
> অন্যান্য দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে জানা যায় যে, ডঃ এস কে চৌধুরী, ডঃ ইউ কে চৌধুরী এবং ডঃ এ কে বিসোইকে প্রাথমিকভাবে ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে সরাসরি নিয়োগ কোটার অধীনে অতিরিক্ত অধ্যাপক পদের জন্য বিবেচনা করার আগে তাঁদের সকলকে অ্যাসেসমেন্ট প্রোমোশন স্কিমের অধীনে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। সহকারী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক গ্রেডের এই তিনটি অনুষদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা অতিরিক্ত অধ্যাপক পদের মতো একই ক্রমে ছিল অর্থাৎ ডঃ এস কে চৌধুরী ডঃ ইউ কে চৌধুরীর চেয়ে প্রবীণ যিনি ডঃ এ কে বিসোইয়ের চেয়ে সিনিয়র।

১৬। কেন্দ্রীয় সরকার ১৪ই অক্টোবর ২০১৪ তারিখের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তঃ জ্যেষ্ঠতার বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য প্রথম উত্তরদাতার প্রয়োজন ছিল। নির্দেশটি প্রথম আবেদনকারীকে চতুর্থ উত্তরদাতার চেয়ে প্রবীণ পদমর্যাদার আদেশ দেয়নি। বিষয়টি যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পরে, কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছিল যে ২০০৫ সালে নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত নির্বাচনের ক্রম বজায় রাখা হয়েছিল।

১৭. বর্তমান মামলায় আদালত এমন একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে যেখানে ২০০৫ সালে অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এটি ১২ বছরেরও বেশি আগে ছিল। আবেদনকারীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত র‍্যাঙ্কিংয়ের আদেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই কার্যধারা। আইনি প্রতিকারের জন্য এই বিলম্বিত সহায়তার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। আবেদনকারীরা কেবল এই যুক্তি দিয়ে তাদের পক্ষ থেকে বিলম্বের বৈধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যে তারা তাদের অভিযোগ সমাধানের জন্য প্রথম উত্তরদাতার কাছে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আবেদনকারীরা হয়তো বিশ্বাস করেছিলেন

এই বিশ্বাসে যে এ. আই. এম. এস প্রশাসন তাদের অভিযোগগুলির প্রতি মনোযোগ দেবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল কান ছিল। কিন্তু বারো বছর খুব দীর্ঘ সময়কাল, যে কোনও উপায়ে, বিচার বিভাগীয় প্রতিকারের আশ্রয় চায় না। তথ্যের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, পরিচালনা পর্ষদ ১৪ই এপ্রিল ২০১২ তারিখে যোগ্যতার ক্রম বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ উত্তরদাতাকে দুই আবেদনকারীর উপরে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও, ২০১২ সালের অক্টোবরে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং জ্যেষ্ঠতার ক্রম বজায় রাখার জন্য ১৯শে জুলাই ২০১৩ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটি ১২ই মে ২০১৪ এবং ২২শে জুন ২০১৬-এ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। আবেদনকারীরা এইভাবে প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা গৃহীত ধারাবাহিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ২০০৫-এর পর্যায়ে প্রবীণ বিভাগের মধ্যকার সুপারিশটি পুনরায় খোলার জন্য তিনজনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে অন্যায্য মূল্যায়ন করা হবে।

১৮. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব তাদের মুক্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে বলে মনে করে, আমরা এই ``উত্তরাঞ্চল রাজ্য আদালত বনাম শিবচরণ সিং ভান্ডারী[২]`` এর রায়ের উপর নির্ভর করি। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি, এই বিষয়ে আইনের স্থির অবস্থানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরে, এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"২৭. আমরা সম্পূর্ণরূপে সচেতন যে, এই ক্ষেত্রে প্রচারমূলক ক্যাডারে জ্যেষ্ঠতা বিঘ্নিত হয়নি এবং কোনও পদোন্নতি অস্থির হতে পারে না. উত্তরদাতারা রিপ ভ্যান উইঙ্কেলের মতো ঘুমাতে বেছে নিয়েছিল এবং তাদের অবসর সময়ে ঘুম থেকে উঠেছিল, এমন কোনও কারণে যা কেবল তাদের কাছেই বোধগম্য। তবে নিজের দ্বারা কারণগুলির এই ধরনের অনুমান আইন অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ তার অধিকারের উপর ঘুমায় সে ভোগ করতে বাধ্য।" (১৮৫ পৃষ্ঠায় আইডি)

"২৮. বিলম্ব এবং লাচের বিষয়টি উপেক্ষা করা এবং ত্রাণ প্রদান করা সমস্ত স্থির নীতির বিপরীত এবং এমনকি দূরবর্তীভাবে বিবেচনার ধারণাকে আকৃষ্ট করবে না। আমরা আরও যোগ করতে পারি যে এটি সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে যেখানে নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। তবে, প্রচারমূলক সুবিধা পাওয়ার একটি বাসি দাবি অবশ্যই ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গ্রহণ করা উচিত ছিল না এবং হাইকোর্ট দ্বারা গৃহীত হওয়া উচিত ছিল না।" (১৮৬ পৃষ্ঠায় আইডি)

২ (২০১৩) ১২ এস সি সি ১৭৯

বিশ্রামের একটি উপাদান থাকতে হবে এবং একটি বাসি দাবি হতে পারে না। পুনরুজ্জীবিত,

১৯। নির্বাচন করার বিষয়টি "স্বচ্ছ এবং আরও বেশি এ আই আই এম এস -এ ১৯৯৭ সালে এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি উপ-কমিটিকে অংশগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক মন্তব্য সহ উপ-কমিটির পরামর্শগুলি ১৯৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি এজেন্ডা আইটেম ৫ হিসাবে ইনস্টিটিউট সংস্থার বৈঠকের আগে রাখা হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এজেন্ডা নোটে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি রয়েছেঃ

"নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং আরও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য, প্রস্তাবিত করা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রার্থীর গোপনীয়ভাবে গ্রেডিং/মার্কিং দিতে বলা উচিত।

১) ক+

২) ক

৩) খ+

৪) খ

৫) গ

নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং বাছাই কমিটির সভাপতির সামনে পেশ করা উচিত এবং উপরে উল্লিখিত নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং/মার্কিংয়ের ভিত্তিতে প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হবে। যদি কোনও প্রার্থীর ক্ষেত্রে গ্রেডিংয়ে সমতা থাকে, তবে প্রার্থী নির্বাচনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার পরে নির্বাচন কমিটির সভাপতির হাতে থাকা উচিত।

যদি প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করার জন্য উপরের পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞদের বাছাইয়ে বসার প্রয়োজন নেই। এইভাবে, নির্বাচিত প্রার্থীর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। নির্বাচন কমিটির সদস্যদের এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের উপরে উল্লিখিত প্রতিটি প্রার্থী সম্পর্কে বিশেষভাবে গ্রেডিং দিতে বলা হবে। মূল্যায়ন প্রচার প্রকল্পের অধীনে উপস্থিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

উপ-কমিটির পরামর্শ এবং প্রশাসনিক মন্তব্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালের ১৫ই এপ্রিল দেখা যায় যে উপ-কমিটির সুপারিশ এবং প্রশাসনিক মন্তব্যের মধ্যে বৈষম্য ছিল। ১৯৯৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট সংস্থার সামনে প্রশাসনিক মন্তব্যের একটি সংশোধিত সেট আনা হয়। পরিবর্তিত মন্তব্যগুলি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইভাবে উল্লেখ করা হয়ঃ

"(i) নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের গোপনে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতিটি প্রার্থীকে গ্রেডিং/ মার্কিং দেওয়ার জন্য বলা যেতে পারে :-

ক) ক+

খ) ক

গ) খ+

ঘ) খ

ঙ) গ

(ii) নির্বাচন কমিটির সকল সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং চেয়ারম্যান, সিলেকশন কমিটির সামনে রাখা যেতে পারে এবং উপরে উল্লিখিত সিলেকশন কমিটির সদস্য এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং/মার্কিংয়ের ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা যেতে পারে। যদি কোনও প্রার্থীর ক্ষেত্রে গ্রেডিংয়ে 'টাই' থাকে, তবে এই জাতীয় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার পরে সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানের উপর নির্ভর করতে পারে।

১৯৯৮ সালের ১৭ই জুন অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে ১৯৯৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

২০. উপরের উদ্ধৃতাংশটি ইঙ্গিত করে যে, বাছাই কমিটির সদস্য এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বরাদ্দকৃত গ্রেডিং বাছাই কমিটির সভাপতির সামনে পেশ করতে হবে এবং কমিটির সদস্য এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের গ্রেডিং/চিহ্নের ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন "করা যেতে পারে", আগে যেমন নথি করা হয়েছে "করা হবে" এর পরিবর্তে "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তিটি অনুমোদিত হয়েছে।

২১. ড. দিলীপ কুমার হলফনামা এ. আই. এম. এস (উপরে)-এর দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে, বাছাই প্রক্রিয়ায় সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পরামর্শমূলক এবং এ আই আই এম এস -এর স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সদস্যরা তাদের মতামতের দ্বারা আবদ্ধ ননঃ

২১. এ আই আই এম এস একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়া ছাড়াও একটি বিশেষ সংস্থা এবং একটি স্থায়ী নির্বাচন কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে, আমরা উত্তরদাতা নং ৫-এর পক্ষে যুক্তিগুলির সাথে একমত যে বিভাগ প্রক্রিয়ায় সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা নিছক পরামর্শমূলক এবং স্থায়ী নির্বাচন কমিটির সদস্যরা বিশেষজ্ঞদের মতামত দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং এর থেকে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন পদের জন্য আবেদনকারীদের মূল্যায়ন করার অধিকারী।

২৩. আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্য হল প্রার্থীদের শিক্ষাগত দিকগুলি মূল্যায়ন করা, অন্যদিকে স্থায়ী নির্বাচন কমিটি কেবল একাডেমিক দিকের সঙ্গেই নয়, অন্যান্য মাপকাঠি যেমন উপযুক্ততা, আচরণ, অভিযোজনযোগ্যতা ইত্যাদির সঙ্গেও জড়িত।

দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে উপরের অবস্থানের বিবৃতিটি এমনভাবে পড়া উচিত নয় যে, বাছাই কমিটির ৪-এর অংশ হিসাবে নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের কোনও ভূমিকা নেই এবং অন্যান্য সদস্যদের তাদের মতামত থেকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সহ-নির্বাচিত করা হয় যাতে নির্বাচন কমিটি বিস্তৃত ভিত্তিক হয়, নির্বাচনটি উদ্দেশ্যমূলক হয় এবং বাইরে থেকে নেওয়া বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে একটি মূল্যবান ইনপুট সরবরাহ করে। ১৯৯৭ সালে গৃহীত নীতি ইঙ্গিত দেয় যে চূড়ান্ত নির্বাচন 'নির্বাচন কমিটির সদস্য এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং/মার্কিংয়ের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। যেখানে একটি সমতা রয়েছে, সিদ্ধান্তটি চেয়ারপারসনের সাথে থাকে, নির্বাচন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনার পরে। আমরা কেবল আবেদনকারীদের সাবস্ক্রাইব করতে পারি না যে এটি সমস্ত গাণিতিক/গ্রেডের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে এবং চেয়ারপারসন কমিটির সদস্যদের পরামর্শ দেয় যে' বাছাই কমিটির সদস্যরা এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞরা 'প্রদত্ত প্রযুক্তিগত/চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে করা যেতে পারে

বরাদ্দকৃত। নির্বাচন কমিটিকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। এর জন্য নিঃসন্দেহে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে হবে। তবে এটি করার সময় অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকের প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। নির্বাচন কমিটিকে প্রার্থীদের পরিচয়পত্র মূল্যায়ন করতে হবে, যার মধ্যে প্রার্থীর পরিষেবা প্রোফাইল অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই অর্থে দিল্লি হাইকোর্টকে বোঝাতে হবে যে নির্বাচন কমিটিতে সহ-নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের মতামত একটি মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইনপুট গঠন করে, তবে তাদের বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। নির্বাচন কমিটির সদস্যদের বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির সাথে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে।

২২। বর্তমান ক্ষেত্রে, আদালতের নথিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার সময়, নির্বাচন কমিটি প্রার্থীদের কর্মক্ষমতা, তাদের নথি এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের মতামতের কথা মাথায় রেখেছিল। ২০০৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকের কার্যবিবরণী ইঙ্গিত দেয় যে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছিল। বার বছরেরও বেশি আগে যা ঘটেছিল তা মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না বা উপযুক্ত হবে না। ১৯৯৭ সালের নীতিগত সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত দেয় যে নির্বাচন কমিটির সমস্ত সদস্য এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং বাছাই কমিটির চেয়ারম্যানের সামনে রাখা হবে, 'কমিটি' এবং চূড়ান্ত নির্বাচন 'করা যেতে পারে' নির্বাচন কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং/চিহ্নের ভিত্তিতে। ২০০৫ সালের ইস্যুর মধ্যে যে নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়েছিল তা ইঙ্গিত করে যে ১২ বছর আগে যা ঘটেছিল তা সম্ভব হবে না বা উপযুক্ত হবে না। ১৯৯৭ সালের নীতিগত সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বাচন কমিটির সমস্ত সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রদত্ত গ্রেডিং-কে চতুর্থ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হবে, 'কমিটি' এবং 'চূড়ান্ত নির্বাচন'-কে চতুর্থ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

২৩. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ত্রাণ মঞ্জুর করা আবেদনকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতার মধ্যে আন্তঃসত্ত্বা জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, যা -এর বারো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে

অতিরিক্ত অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটির সুপারিশ। এটি করা যাবে না। বিভাগীয় প্রক্রিয়াগুলিতে প্রথম আবেদনকারীর পক্ষে কিছু মতামত প্রকাশের ফলে আশার অনুভূতি তৈরি হতে পারে। তবে এটি দীর্ঘ বছর ধরে এই ক্ষেত্রটি ধরে রাখা কোনও কিছুকে অস্থির করার আইনি ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে না। আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করি যে এই বিশিষ্ট চিকিৎসকরা কোনও বিদ্বেষ ছাড়াই এ আই আই এম এস -এ তাদের পেশা চালিয়ে যাবেন। জ্যেষ্ঠতার বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত কোনও প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের বিশিষ্ট সেবার প্রতিফলন নয়।

২৪। রিট আবেদনটি সেই অনুযায়ী খারিজ হয়ে যাবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আবেদন খারিজ।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal